চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ৩০ জানুয়ারি ২০১৮খ্রি.

নাগরিক ভোগান্তি নিরসনে সিটি কর্পোরেশনের স্পট ট্রেড লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত

নাগরিক দুর্ভোগ লাঘব এবং রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগের উদ্যোগে নগরীতে স্পট ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম চলছে। ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. মঙ্গলবার, দুপুরে সার্কেল-২ এর অধীনে চকবাজার গুলজার টাওয়ার মার্কেটে মালিক সমিতির সহযোগিতায় স্পট ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আজ ১৪২টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এ সকল নতুন ও নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স এর বিনিময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৫ লক্ষ ২ হাজার ৩৩৫ টাকা আদায় করেছে। হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ আদায় হয়েছে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৩৮ টাকা। স্পট ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, গুলজার টাওয়ার দোকান মালিক সমিতি সভাপতি আলী রেজা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি সাইফুল করিম ও সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন রাহুল, ২নং সার্কেলের কর কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম- ৩০ জানুয়ারি ২০১৮খ্রি.

কুয়াইশ বুড়িশ্চর শেখ মোহাম্মদ সিটি কর্পোরেশন কলেজ, পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন মহিলা মহাবিদ্যালয় ও পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ এর গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত

৩০ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. মঙ্গলবার, বিকেলে নগর ভবনে সম্মেলন কক্ষে কুয়াইশ বুড়িশ্চর শেখ মোহাম্মদ সিটি কর্পোরেশন কলেজ, পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন মহিলা মহাবিদ্যালয় ও পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ এর পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। সভায় চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ সালাম, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর কাউন্সিলর জয়নাল আবেদীন, এস এম ফজলুল হক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইসহাক, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুর রহমান ও সিদ্ধার্থ কর সহ পরিচালনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পূর্ববর্তী সভার কার্য বিবরণী পঠন ও অনুমোদন, কলেজ ভবন সম্প্রসারন, শিক্ষক স্বল্পতা, ২০১৮-২০১৯ সনের বাজেট অনুমোদন, বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয় ব্যয় অনুমোদন, প্রশংসা পত্র, গার্লস গাইড, ব্যাংক একাউন্ট, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ফি জমা দানের ব্যাংক

একাউন্ট, ভর্তি ফি নির্ধারন ও খরচ অনুমোদন, ২০১৮-২০১৯ সনের শিক্ষা বর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত আলোচনাসহ গভর্নিং বডি পুনঃর্গঠন, কুয়াইশ বুড়িশ্চর শেখ মোহাম্মদ সিটি কর্পোরেশন কলেজে বাস দুর্ঘটনায় নিহত ছাত্র-ছাত্রীর মনোমেন্ট স্থাপন, তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, নিহত ছাত্র-ছাত্রীর নামে দু'টি রুমের নামকরণ, অত্র কলেজের সামনে রাস্তার উপর অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা সর্বসাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে উচ্ছেদ করা, অনলাইনে ইন্টার্নাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করণ, পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন মহাবিদ্যালয় নামকরণ,পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি পুন:গঠন, পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজে শহীদ মিনার স্থাপন, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও ইংরেজী বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় গভর্নিং বডি নব নির্বাচিত সদস্যদের পরিচয় করে দেয়া হয়। সভার সভাপতি সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নের স্বার্থে যে কোন ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। কারন শিক্ষার আলোতে আলোকিত না হলে সমাজ আলোকিত হবে না। আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে ভর্তুকি দিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সফলতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছে। তিনি পরিচালনা কমিটির সকলকে সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম-সুখ্যাতি বৃদ্ধি জন্য নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান।

চট্টগ্রাম- ৩০ জানুয়ারি ২০১৮খ্রি.

নগর ভবন চত্বরে সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে-
সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন
বাঙালির সংস্কৃতির নির্যাস থেকেই বাংলাদেশের উদয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও নগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, বাঙালির সংস্কৃতির নির্যাস থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎস ধারা রচিত হয়েছে এবং এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালির এই গর্বিত ঠিকানার নির্মাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি গতকাল মঙ্গলবার, বিকেলে নগরীর আন্দরকিল্লাস্থ নগর ভবন চত্বরে চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক স্কোয়ার্ড আয়োজিত সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির উপর হামলা এসেছিলো বলেই পাকিস্তান নামক একটি উদ্ভট রাষ্ট্র ভেঙ্গে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাষ্ট্রের উপরও আঘাত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে। এরপর দীর্ঘ ২১ বছর এদেশে পাকিস্তানি ভাবধারায় জাতীয় আগ্রাসন হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সংস্কৃতিকর্মীরা লড়াই করেছেন। তাদেরই প্রেরনায় ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা জাতিকে উদ্ধার করেন এবং ক্ষমতায় এসে জাতিকে ইতিহাসের দায় মোচন করেন। মাঝখানে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এসব কিছু মোকাবেলায়

সংস্কৃতিকর্মীদের অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। মূখ্য আলোচকের ভাষনে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. প্রকৌশলী রফিকুল আলম বলেন, চট্টগ্রাম সংস্কৃতি উৎসবের প্রস্তুতি সভায় বক্তাগণ বলেছেন- ঐতিহ্যগত বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। এই ভুখন্ডের রাজনীতি, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় ও নৃ গোষ্ঠী সমানভাবে অবদান রেখেছেন। এই ধারাকে কলঙ্কিত করতে চাই একটি উগ্র ধর্মান্ধ মানবতা বিরোধী অপশক্তি। এদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রামে সংস্কৃতির গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য রয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই তা এখন অতীতত, বর্তমান অনুজ্জল এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে সংস্কৃতিকর্মীদের কর্মকান্ড ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। মনে রাখতে হবে ৫০, ৬০ ও ৭০ দশকের বাঙালি সংস্কৃতিকে যাঁরা ঋদ্ধ করেছিলেন তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে ঋত্বিকজন ছিলেন। তাঁরা বাঙালির সংস্কৃতিকে ত্যাগ ও শ্রমে ঋদ্ধ করেছেন। তাই বলি তথাকথিত পোষাকী সংস্কৃতি চর্চা ও আনুষ্ঠানিকতা বাঙালি জাতিসত্তার জন্য অশানিত সংকেত। বিশেষ অতিথির ভাষনে চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, বাঙালির সংস্কৃতি বিশ্ব সভ্যতার স্রোতস্বিনী ধারা। এ থেকে উৎসারিত হয়েছে মানবতার জয়গান। এই ধারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির হিরকখন্ড। বাঙালি সংস্কৃতি একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার রূপরেখা। এখানে সবধর্মের লোকায়ত বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে এটাই বাঙালি জাতিসত্বার ভিত্তি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী সংস্কৃতি উৎসবে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান সংস্কৃতিবান্ধব সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য সরকারের ভেতরেই একটি কুচক্রী মহল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এবং চট্টগ্রামে উম্মুক্ত প্রাঙ্গনে সংস্কৃতি চর্চায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই চিহ্নিত অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে সংস্কৃতি উৎসব উদযাপন পরিষদের আহবায়ক চসিক কাউন্সিলর এইচ এম সোহেল বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে সাংস্কৃতিক উৎসব আরো বড় পরিসরে করার আকাক্সখা ছিলো। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তবে এবার যাত্রা শুরু হলো। তাই আগামীতে এই উৎসব বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় আয়োজিত হবে। এই লক্ষ্যে আজ থেকে প্রতিদিন প্রস্তুতি অব্যাহত থাকবে। চট্টগ্রাম সংস্কৃতি স্কোয়ার্ডের সদস্য সচিব সংস্কৃতি কর্মী খোরশেদ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি উৎসবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি অনুপ বিশ্বাস, আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নব নির্বাচিত সম্মানি সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, চসিক নির্বাহী প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ। সংস্কৃতি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুমন দেবনাথ, সংস্কৃতি কর্মী নজরুল মোস্তাফিজ, দীলিপ সেন গুপ্ত প্রমুখ। সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলীয় নৃত্য অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন চারুতা নৃত্যকলা একাডেমী। একক সংগীত পরিবেশন করেন বেতার ও টেলিভিশনের প্রবীণ ও নব প্রজন্মের শিল্পীবৃন্দ। সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংগীত শিল্পী ওস্তাদ মিহির নন্দী, শিল্পী আবদুল জব্বার, শিল্পী বারী সিদ্দিকী, শিল্পী প্রবাল চৌধুরী, চট্টগ্রামের লোকজ্য শিল্পী শেফালী ঘোষ, শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব সহ- খ্যাতিমান ও প্রবীণ প্রয়াত শিল্পীদের

স্মরণে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট দাড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা